দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 JAN. 1998 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ ঃ পদ্ধতি ও পরিবেশ

ফজলুল হক

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষা একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি আর পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ে অনাধুনিক ও ত্রুটিপূর্ণ। একথা আজ অসংকোচে বলা যায়, কলেজ পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার মান, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অত্যন্ত নিম্ন। যারা কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পরীক্ষা গ্রহণ বা সার্বিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত- তারাই বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। অন্যদের মূল্যায়ন হবে পরোক্ষ। ইতোমধ্যে পত্রপত্রিকায় বর্তমান সময়ের আমাদের ডিগ্রিধারীদের অবস্থা তুলে ধরে লেখা হয়েছে- হচ্ছে। আমি একজন মফস্বলের কলেজ শিক্ষক; পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ নিয়ে কাছ থেকে দেখা চিত্রটি তুলে ধরা জরুরি মনে করছি।

আজকাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নকল-প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষার হল থেকে বস্তা বস্তা নকল উদ্ধার- পরীক্ষা চলাকালে প্রায় প্রতিদিনের খবর। কিন্তু একটা খবরের ভেতর যে রয়েছে আরো অনেক খবর, আমরা কি ভেবে দেখেছি? যেমন- ক'টা পরীক্ষা কেন্দ্রে এ অভিযান চলেছে? কত সময় ধরে? আমাদের সর্বমোট ক'টি পরীক্ষা কেন্দ্র? প্রতিকেন্দ্রের জন্য ক'জন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী? ক'জন ম্যাজিস্ট্রেট? ১৪৪ ধারার খবর কি? এ প্রশ্নগুলোর জবাব আমাদের অনেকেরই অবশ্য জানা আছে।

গ্রামপ্রধান আমাদের দেশ। আমরা গ্রামের কথা শুনি। কাব্যে, সাহিত্যে, বক্তৃতায় কিংবা বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তি উপলক্ষে। শিক্ষায় আমাদের গ্রামগুলো যেমন পশ্চাৎপদ তেমনি পরীক্ষা গ্রহণেও আমাদের সীমাহীন নির্লিপ্ততা কিংবা দায়সারা ব্যবস্থা গ্রহণ- গ্রামগুলোকে করে তুলছে আরও অশিক্ষিত- সভ্যতাবিচ্ছিন্ন। একজন শিক্ষককে মফস্বলে বদলি করলে কেন এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, কি করে আদেশটি বাতিল করাবেন? চেষ্টা-তদবিরের অবধি থাকে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ কি বিরূপ পরিবেশে শিক্ষাদান, পরীক্ষা গ্রহণে তার অপারগতা আর অসহায়ত্ব নয়? আমরা কি কখনও ঢাকা এবং দু' চারটি বড় শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কলেজগুলোর সাথে সারা বাংলাদেশের কলেজগুলোর পরীক্ষার পরিবেশ তুলনা করে দেখেছি? তাহলে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে gradation প্রথা চালু করলেই তো হয়। ঢাকা শহরে যত দূর জানি এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজ/কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এ নিয়ে আপত্তি কিংবা বিশৃংখলার খবর তো শোনা যায়নি। তাহলে মফস্বলে কেন এ নিয়ম চালু করা যাবে না? ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর ঘোষণা দিয়েছিলেন- সারাদেশে একই নিয়মে অর্থাৎ ভিন্ন কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে, স্বকলেজে কিছুতেই নয়। কিন্তু পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে আকস্মিকভাবে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। কারণ অনিবার্য! জানি অনেকেই আমার বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন। জোরালো যুক্তিও দেখাবেন- যেমন গ্রামাঞ্চলের পথঘাট, দূর কেন্দ্রে যাতায়াতে হাগান্তি, অর্থের অপচয় প্রভৃতি। সম্ভবত এই আদেশ স্থগিতকরণে এসব যুক্তি কাজ করেছে। তবে এ যুক্তির বিপরীতে বলা যায়। এতে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই নতুন স্থানে নকল মধ্য থেকে কিছুটা বঞ্চিত হয়ে লেখাপড়ায় ফিরে আসবে। তাছাড়া জেলা সদরে কিংবা থানা সদরে ১টি কেন্দ্রে বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এইচএসসি কিংবা স্নাতক পরীক্ষার্থী নিশ্চয়ই সংখ্যায় এর বেশি নয়। তাহলে এদের একই কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের আয়োজন করতে অসুবিধা কোথায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। গত কয়েক বছরে দেখা গেছে নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে (গ্রামাঞ্চলে) সরকার/কর্তৃপক্ষ বড়ই উদার হয়ে পড়েছেন। ফলাফল হাতে হাতে। শিক্ষকরা জিম্মি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রথম ২/৩ দিন এসে কিছু ধমক-ধামক ঝেড়ে পরে বিলকুল উধাও।

শিক্ষা একটি সামাজিক সংস্কার। সমাজের সকল স্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এর সঠিক চর্চা অসম্ভব। পরীক্ষা চলার সময় একটি দুর্ভাগ্যজনক চিত্র আমাদের চোখে পড়ে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার কিছু অভিভাবক তাঁদের সন্তানের দেখাশোনার জন্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে সমবেত হন। ধরা যাক, কোন শিক্ষক এমন একজন অভিভাবকের সন্তানকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করলেন কিংবা নকল কেড়ে নিয়ে গেলেন (disturb করলেন) সম্মানিত অভিভাবক শুনে উক্ত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখবেন? বরং শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, এমনকি ছাত্রদের উস্কানি দিতেও দেখা গেছে। তার সন্তানের উচ্চশিক্ষা লাভের পথে শিক্ষকরা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছেন- ইত্যাদি শোনা যায় চারদিকে। আমি বলেছি কতিপয় অভিভাবক, সকলে নন। তবে আমরা সবাই জানি কতিপয় সন্ত্রাসী কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে ভয়ঙ্কর দাপটে-সশব্দে। ভাল সংখ্যায় বিপুল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরুপায়। হায়! সেদিন কোথায় গেল, আমরা শুনতাম বাপ ছেলেকে শিক্ষকের কাছে এনে বলতেন, 'আপনাদেরকে দিয়ে গেলাম, পিটিয়ে মানুষ করবেন, আমার জন্য হাড়গুলো রাখলেই চলবে!'

ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতিসচেতন হবে। নইলে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতিতে নেতৃত্ব হবে দুর্বল। কিন্তু বর্তমানের অশান্ত-বিদ্বেষপূর্ণ-শিক্ষাবিমুখ উদ্ধত ছাত্র রাজনীতি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিঃসন্দেহে নঞর্থক। এক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির মন্তব্যটি মূল্যায়ন করা জরুরি মনে করি। ছাত্র রাজনীতির নাম করে অনেক সময়ই বহিরাগত কর্তৃক কলেজে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত হবে- এটা কারো কাম্য হতে পারে না। এ বিষয়ে সচেতন নাগরিকদের চিন্তাভাবনা আশু কর্তব্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জন অভিভাবক চান না তার সন্তান বিদ্যার্জন ছেড়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক। এমনকি ছাত্ররাজনীতির (বিশেষ করে কলেজে) বিপক্ষে মতামত দেবে এমন ছাত্রের হার কমপক্ষে শতকরা ৮০। সরকার এবং সম্মানিক বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই জনগণের স্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন। তাহলে আমাদের সবিনয় প্রস্তাব ছাত্ররাজনীতির উপর 'গণভোট' আয়োজন করে আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুন। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ থেকে সারা পূর্ব পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে'। জাতির চরম সংকটময় মুহূর্তে পাকিস্তানি অপশাসন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপামর জনগণে (ছাত্রনির্বিশেষে) অসহযোগ তথা বিদ্রোহ ছিল অনিবার্য। তার ফসল আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমরা মনে করি, আজকের প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের প্রতি কেবল জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরি। যেমন জরুরি ছিল একাত্তরে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া কারণ জননী-জন্মভূমি ছিল হায়েনার কবলে বিপর্যস্ত।

আমাদের কলেজগুলোতে (গুটিকয় ছাড়া) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, প্রয়োজনীয় স্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে হতাশাব্যাঞ্জক অসামঞ্জস্য কারো দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। আমরা জানিনা কোন কলেজে স্নাতক পর্যায়ে পাঠক্রম চালু করার অনুমতি পাবার যোগ্যতা কি কি। কলেজগুলোকে (মফস্বলে) ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীতকরণ নিঃসন্দেহে সরকারের এবং শিক্ষা বিভাগের সদিচ্ছার পরিচয় বহন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা বিচার-বিশ্লেষণ জরুরি নয় কি? আমাদের ইংরেজি শিক্ষার মান প্রভৃতি যদিও এ লেখার বিষয় নয়, তথাপি এখানে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। অনেক কলেজেই ইংরেজির শিক্ষক ছাড়াই বহু বছর যাবৎ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষক নেই বললে কথাটা একটু যেন অস্বচ্ছ থেকে গেল। অন্যান্য বিষয়ের কোন কোন শিক্ষক ইংরেজিটা manage(!) করছেন। (কারো প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়)। মাদ্রাসাগুলোর আলিম (উচ্চ মাধ্যমিকসম) পর্যায়ে ইংরেজির অবস্থার কথা নাই-বা উল্লেখ করলাম। সম্প্রতি বেশ কিছু কলেজে ডিগ্রি কোর্স খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্নাতক (পাস ও সম্মান) কোর্সে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে ইংরেজি বাধ্যতামূলক। এসব ইংরেজি শিক্ষকবিহীন কলেজ কিভাবে 'manage' করবেন আমাদের বোধগম্য নয়। অনেক কলেজে ২ থেকে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন মাত্র ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, চৌমুহনী এস এ কলেজের কথা ধরা যাক। বেশ কয়েক বছর যাবৎ ১ জন মাত্র ইংরেজির শিক্ষক রয়েছেন- অথচ ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। শোনা যাচ্ছে, চলতি শিক্ষাবর্ষে-(১৯৯৭-৯৮) একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে ১৮০০। বোর্ডের অনুমতি রয়েছে [illegible] ১২[illegible] (অনূর্ধ্ব) ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার। সম্মানিত শিক্ষক মহোদয় কিভাবে এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পড়ান, বোর্ড বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কি জানতে ইচ্ছে করে না?

হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের একদিকে শাসন অপরদিকে আদর-স্নেহ দিয়ে পড়ানো তো আমাদেরই দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আমরা এড়াবো কোন্ যুক্তিতে? সার্টিফিকেট প্রত্যাশী অথচ শিক্ষাবঞ্চিত হাজার হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে কতটা সুশৃংখল আর নীতি-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে- এটা বুঝতে খুব বেশি মেধা আর গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না।

শিক্ষাদান-পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে আরেকটি দিক উল্লেখ্য। বিষয়টি লজ্জার-দুঃখের-অপমানের। কতিপয় কুলাঙ্গার শিক্ষক নামের কলঙ্ক পরীক্ষার হলে বহিরাগতদের যোগসাজশে কিংবা স্বহস্তে নকল সরবরাহ করে থাকেন। ধিক! ধিক! রাখ-ঢাক না করেই বলছি অনেক কলেজে কিছু কিছু নকল সরবরাহকারী শিক্ষক পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ছাত্রের প্রশ্নপত্রে শুদ্ধ উত্তর লিখে দিয়েছেন স্বয়ং পরিদর্শক মহোদয়- এমন অভি-যোগও রয়েছে। জাতি গঠনে- জাতির মানস বিনির্মাণে যে শিক্ষক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং যোগ্য ভূমিকা রাখবেন- তিনি কিনা নকল সরবরাহকারী! আমার সম্মানিত সহকর্মিগণ এমন রূঢ় মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হবেন- স্বাভাবিক; কিন্তু বিষয়টা সত্যি। এর প্রমাণের জন্য বেশি কষ্ট করতে হবে না, তদন্ত কমিশনেরও প্রয়োজন নেই। যেসব ছাত্রছাত্রী হলে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন- কিংবা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছেই জানতে পারবেন- কোন শিক্ষক হলে dictate করেন- কাগজে উত্তর লিখে হলে হলে সরবরাহ করেন। বিশেষ করে উপকারপ্রাপ্তদের পেটে এহেন অবদানের কথা গোপন থাকার কথা নয়। এমন শিক্ষক নিয়োগ করে পরীক্ষা গ্রহণ- তথা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হাস্যকর বৈকি। এ যে 'সর্ষের মধ্যেই ভূত, ভূত তাড়াবেন সর্ষে দিয়ে!

প্রথমেই উল্লেখ করেছি কলেজে যারা পড়ান তারাই কেবল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবিমুখতা এবং একশ্রেণীর অছাত্র মস্তানের দাপাদাপি প্রত্যক্ষ করেন। গ্রামাঞ্চলে যেকোন একটি কলেজে গেলে দেখা যাবে হাজিরা খাতায় ছাত্রসংখ্যা হয়ত এক হাজার অথচ ক্লাশে উপস্থিত শ' খানেক। উপস্থিতির হার আশঙ্কাজনক নিশ্চয়। অবশ্য discollegiate হয়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি এমন ঘটনা আজকাল বিরল। সারাবছর কলেজে (ক্লাসে) অনুপস্থিত থেকে এরা কেমন প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে হাজির হবে- নিশ্চয়ই কাউকে বোঝাতে হবে না। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির একটা বাধ্যতামূলক হার রয়েছে বটে- কাগজে-কলমে। এর বাস্তবায়ন (বিশেষত মফস্বলে) হয় না বললেই চলে। এক্ষেত্রেও নানাবিধ কারণ দেখাবার লোকেরও অভাব নেই। সেসব কারণও সত্য। তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে ছাত্রদের ক্লাসবিমুখতা পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বনের মত ব্যাধির জন্ম দেয়। এ ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য। আমাদের কর্তব্য এর বিস্তার রোধ করা এবং সঠিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

পরীক্ষা গ্রহণে তথা সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গণতান্ত্রিক সরকারের আশু হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। আজকের ছাত্রই ক'বছর পর সমাজ রাষ্ট্রের সকল বিভাগে এমনকি শিক্ষা বিভাগের ও নিয়ন্ত্রক- পরিচালক- নীতিনির্ধারক- একথা বিস্মৃত হবার উপায় নেই। প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে দেশ ও জাতির সত্যিকার কল্যাণার্থেই।

পরিশেষে ডঃ বিনায়ক সেনের কথা-গুলো প্রণিধানযোগ্য মনে করি। আমরা প্রায়ই শুনি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানো আর শিক্ষার হার বাড়ানোর কথা। ডঃ সেন যে তথ্য দিয়েছেন তা আমাদের জন্য বিস্ময়ের- তা হচ্ছে, বৃটেনে গত নির্বাচনে টনি ব্লেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪০ থেকে ২৫-এ নামিয়ে আনবেন। অর্থাৎ শিক্ষার উন্নয়নে পরিমাণের চাইতে গুণগত মানের উন্নয়নই বেশি জরুরি। আমাদের বোধোদয় কবে হবে?

(লেখক ঃ নোয়াখালী জেলার সোনা... কলেজে ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক।)